সংবাদ

তারিখ ... 3.2.85 ...
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 2 ...

0 004

প্রকৌশল শিক্ষায় সামাজিক সংশ্লিষ্টতা বাড়াতে হবে'

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

দেশের বর্তমান প্রকৌশল শিক্ষায় মানবিক ও সামাজিক বিষয়াদির যোগসূত্র কম। অথচ প্রকৌশলীদের পক্ষে তাদের কাজের আর্থ-সামাজিক প্রভাব জানার প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই বাড়ছে।

এ মত ধ্বনিত হয়েছে 'বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষার গুণগত উন্নয়ন' শীর্ষক একটি কর্মশিবিরে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল ভবনে গতকাল বৃহস্পতিবার সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আবদুল মতিন পাটোয়ারী। সভাপতিত্ব করেন স্থাপত্য ও পরিকল্পনা অনুষদের ডীন প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী।

উপাচার্য তার ভাষণে বলেন, আমাদের কারিগরি শিক্ষায় মানবিক সংশ্লিষ্টতা নেই। এ বিষয়টি বিবেচনার জন্যে তিনি মতপ্রকাশ করেন।

ডঃ পাটোয়ারী কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়ন ও বাস্তবভিত্তিক লাগ-

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

প্রকৌশল শিক্ষা

(১ম পাতার পর)

সই শিক্ষার প্রবর্তনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, আর্থ-সামাজিক সমস্যার মোকাবেলায় প্রকৌশলীদের এগিয়ে আসতে হবে।

প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী বলেন, উন্নত বিশ্বে ক্রমবর্ধমান সমস্যার মোকাবেলার জন্যে মানুষ তাকিয়ে আছে প্রযুক্তির দিকে আর আমরা চেয়ে আছি রাজনীতিবিদ ও সমাজনেতাদের দিকে। এর ফলে শুধু সমস্যার আশপাশেই ঘোরাফেরা হয়।

প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী তার প্রবন্ধে বলেন, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষা-সময়ের ৫৭ ভাগ নিরেট প্রকৌশল শিক্ষার পেছনে ব্যয় হয়। অন্যদিকে খুব কম সময় খরচ করা হয় মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলেন, সেখানে পাঠ্যক্রমের ২১ ভাগ জুড়ে আছে মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলো এবং ৩৭ ভাগ জুড়ে আছে কারিগরি শিক্ষা।

প্রফেসর চৌধুরী মত দেন, সমাজ চায় প্রকৌশলীরা তাদের কাজের আর্থ-সামাজিক পরিণতি সম্পর্কে আরো দায়িত্বশীল হোক। তিনি তাঁর প্রবন্ধে বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কারের আহবান জানান।

ডঃ মীর শহীদুল ইসলাম ও ডঃ জহুরুল হক লিখিত প্রকৌশল শিক্ষার সামাজিক যোগসূত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়, শিক্ষাব্যবস্থা এমন হওয়া প্রয়োজন, যার ফলে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের 'ভালো কর'ও সম্ভব হয়। প্রকৌশল শিক্ষাদানের প্রধান উদ্দেশ্য সফল করতে হলে এর শিক্ষাসূচীতে সামাজিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

প্রবন্ধে বলা হয় সাবেক আহসানুল্লাহ ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের পাঠ্যক্রমে মানবিক বিষয়াদি গুরুত্ব পেয়েছিল। ১৯৫৬ সনে কলেজটির কেমিকৌশল পাঠ্যক্রমের ১০ দশমিক ৮ ভাগ, পুরকৌশলের ১৩ দশমিক ৫ ভাগ তড়িৎ কৌশলের ১৯ দশমিক ২ ও যন্ত্রকৌশলের ২০ ভাগ, জুড়ে ছিল মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়াদি। অথচ ১৯৮৪ সনে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিকৌশল পাঠ্যক্রমের মাত্র ৪ ভাগ, পুরকৌশলের ২ দশমিক ৭ ভাগ, তড়িৎ কৌশলের ৪ ভাগ ও যন্ত্রকৌশলের ৫ ভাগ জুড়ে আছে সেগুলো।

কর্মশিবিরে পঠিত প্রফেসর আনোয়ার হোসেন ও ডঃ মিজানুর রহমানের প্রবন্ধে বলা হয়, বর্তমান প্রকৌশল শিক্ষকরা কখনও ছাত্রদের কাছে জানতে চায় না, তারা কি চায়। এখানে শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। প্রয়োজন ছাত্রভিত্তিক শিক্ষা।

কর্মশিবিরে প্রফেসর ডঃ জসিম-উজ-জামানও প্রবন্ধ পড়েন। দুটি অধিবেশনে বিভক্ত কর্মশিবিরে আলোচনায় অংশ নেন ডঃ এম,এইচ খান, ডঃ ইকবাল মাহমুদ, ডঃ আলমগীর মুজিবুল হক, ডঃ ওয়ারেস কানী, জনাব শহীদুল্লাহ, ডঃ সোহরাব উদ্দিন আহমদ, ডঃ আলী আসগর, ডঃ এম, আর খান, ডঃ নিজানুর রহমান ও ডঃ ফসিহ উদ্দিন মাহতাব।